Sanatan Dharma

কন্যাকুমারী দেবী কে?

কন্যাকুমারী নামটি এসেছে দেবী কন্যাকুমারী আম্মানের নাম থেকে, যিনি এই এলাকার প্রধান দেবী। সবচেয়ে বিখ্যাত মন্দির, কুমারী আম্মান, দেবী পার্বতীকে কুমারী হিসেবে উৎসর্গীকৃত।
কন্যাকুমারীর দেবী হলেন কুমারী আম্মান, যিনি দেবী পার্বতীর একটি রূপ হিসেবে পরিচিত এবং দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির এই দেবীর প্রধান উপাসনালয়।
কন্যাকুমারীর এই দেবী অবিবাহিত কুমারী অবস্থায় ভগবান শিবকে বিবাহ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, যদিও সেই বিবাহ সম্পন্ন হয়নি।
দেবী কন্যা কুমারী হল একটি কিশোরী কন্যা শিশু রূপে মহাদেবীর প্রকাশ। দেবী শ্রী বালা ভদ্র বা শ্রী বালা নামেও পরিচিত। তিনি "শক্তি" (আদি পরাশক্তি) "দেবী" নামে পরিচিত। ভগবতী কুমারী আম্মান মন্দিরটি তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে অবস্থিত, প্রধান ভূমি ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে, সেখানে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। তিনি কন্যা দেবী এবং দেবী কুমারী সহ আরও কয়েকটি নামেও পরিচিত। তিনি তার ভক্তদের দ্বারা ভদ্রকালী দেবীর অবতার হিসাবেও পূজিত হন। ঋষি পরশুরাম মন্দিরের পবিত্রতা করেছিলেন বলে কথিত আছে। দেবী মনের অনমনীয়তা দূর করেন বলে বিশ্বাস করা হয়; ভক্তরা সাধারণত তাদের চোখে বা এমনকি তাদের মনের মধ্যে অশ্রু অনুভব করে যখন তারা

ভক্তি ও মননে দেবীর কাছে প্রার্থনা করে।
কন্যাকুমারী মন্দির 51টি শক্তিপীঠের মধ্যে একটি। এটা বিশ্বাস করা হয় যে সতীর মৃতদেহের ডান কাঁধ এবং (পিঠের) মেরুদণ্ডের অংশটি এখানে পড়েছিল যা এই অঞ্চলে কুণ্ডলিনী শক্তির উপস্থিতি তৈরি করেছিল।
কন্যাকুমারী তামিলনাড়ুর ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।এখানে দেবী কন্যা কুমারীর উপাসনা কুমারী কন্দম, একটি প্রাচীন নিখোঁজ ভূমি থেকে শুরু হয়। কন্যা কুমারী একজন হিন্দু দেবী। কন্যা কুমারী হলেন সেই দেবী যিনি বানাসুরের মতো রাক্ষসদের হত্যা করেছিলেন, যিনি পরম তপস্যার সাথে অবিরাম তপস্যা করেছিলেন। বৈষ্ণব সাধক বদিরাজা তীর্থ তার তীর্থ প্রভন্ডে কন্যা কুমারীকে লক্ষ্মী হিসাবে বর্ণনা করেছেন যিনি বানাসুরকে বধ করতে নেমেছিলেন।
কন্যাকুমারীর বিখ্যাত মন্দিরটি এই দেবীকে উৎসর্গীকৃত এবং এটি তামিলনাড়ুর দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত, যা "কন্যাকুমারী শক্তিপীঠ" নামেও পরিচিত। দেবীর একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তার হীরকখচিত নাকছাবি, যা সমুদ্রের দূর থেকেও দেখা যায় বলে প্রচলিত আছে।
তিনি সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে ভূমির অগ্রভাগের কাছে ভগবান গণেশের একটি মন্দির রয়েছে, যা মন্দিরে প্রবেশের আগে অবশ্যই দেখতে হবে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে ভগবতী কুমারী আম্মান মন্দিরের অন্তর্গত ভদ্রকালী মন্দিরটি শক্তিপীঠ।
দেবী কন্যা কুমারীর উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারতে করা হয়েছে এবং সঙ্গমের রচনাগুলি মণিমেকলাই, পুরাণানুরু এবং নারায়ণ (মহানারায়ণ) উপনিষদ, কৃষ্ণ যজুর বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় একটি বৈষ্ণব উপনিষদ।
কন্যাকুমারী তামিলনাড়ুর দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত। তিনি একজন কুমারী দেবী। যেহেতু ভগবান শিব একটি বিশেষ দিনে তাকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি, তাই তিনি অত্যন্ত মর্মাহত এবং ক্রোধিত হয়েছিলেন এবং তার ক্রোধ রাক্ষসদের হত্যা করার জন্য পুনঃনির্দেশিত হয়েছিল। তিনি কুমারী হিসেবেই যাত্রা চালিয়ে যান এবং অনুতাপ করেন।
কন্যাকুমারী মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কুমারী আম্মান, যা ভগবতী আম্মান নামেও পরিচিত।দেবতাদের বিরক্তকারী বাণাসুর নামক এক অসুরকে বধ করার জন্যও তাঁর জন্ম হয়েছিল। কথিত আছে যে, একমাত্র তিনিই তাঁকে বধ করতে পারতেন এবং দীর্ঘ যুদ্ধের পর তিনি তা করেছিলেন।
পৌরাণিক কাহিনী প্রাগৈতিহাসিক তামিল যুগের।জন্মসূত্রে রাক্ষস "বানাসুর" এই দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। তিনি তপস্যা অনুশীলন করেছিলেন এবং ভগবান ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যু কেবল একটি কিশোরী যুবতীর দ্বারাই হবে।
এই শক্তিশালী বর পেয়ে তিনি নির্ভীক হয়েছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।তিনি ভগবান ইন্দ্রকে জয় করে তাঁর সিংহাসন থেকে উৎখাত করতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে সমস্ত দেবতাদের বিতাড়িত করেন।দেবতারা যারা মৌলিক প্রাকৃতিক উপাদান, অগ্নি (আগুন), বরুণ (জল), বায়ু (বায়ু) এর মূর্তি ছিলেন তারা সমন্বয়হীন হয়ে মহাবিশ্বে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ ইন্দ্র (ইথার) পঞ্চভূতের পরিচালনা ও সমন্বয় করতে সক্ষম হননি।
ভগবতী, নিরপেক্ষ প্রকৃতি, শুধুমাত্র শৃঙ্খলা আনতে পারেন কারণ তিনি এমন প্রকৃতি যার মধ্যে সবাই বাস করে এবং তাই নিরপেক্ষ।বানাসুরকে বধ করতে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে ভগবতী নিজেকে আর্যাবর্তের দক্ষিণ প্রান্তে কুমারী রূপে প্রকাশ করেছিলেন। একজন কিশোরী হিসাবে, শিবের প্রতি তার অগাধ

ভক্তি ছিল।তারপর, ভগবান শিব তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।বিয়ের সব আয়োজন করা হয়েছে।ভগবান শিব বিয়ের জন্য শুচিন্দ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন।বিবাহের মুহূর্ত (মুহূর্তম বা শুভ সময়) ছিল ভোরবেলা ব্রাহ্ম মুহূর্তে। নারদ একটি মোরগের শব্দ করে ভুল তথ্য পাঠান যে সূর্য ইতোমধ্যে উদিত হয়েছে এবং শুভ সময় অতিবাহিত হয়েছে। ফিরেছে বিয়ের মিছিল।ঋষি নারদ বুঝতে পেরেছিলেন যে বানাসুরকে কেবল একটি কিশোরী মেয়েই হত্যা করতে পারে এবং এইভাবে কুমারীর সাথে শিবের বিবাহে বাধা দেয়। কুমারী ভগবান শিবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং অবশেষে, তিনি ভেবেছিলেন যে তাকে ছিন্ন করা হয়েছে। অসহ্য অপমান, যন্ত্রণা, শোক এবং ক্রোধের সাথে সে যা দেখেছিল তার সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। সে সব খাবার ফেলে দিয়ে তার চুড়ি ভেঙ্গে ফেলে।অবশেষে যখন সে তার প্রশান্তি লাভ করল তখন সে একটানা তপস্যা করল। বহু বছর পরে, বানাসুর, কুমারী কে সে বুঝতে না পেরে প্রলুব্ধ করার এবং তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।ক্রুদ্ধ কুমারী, যিনি নিজেই ভদ্রকালী ছিলেন, তিনি বানাসুরকে একযোগে বধ করেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে বানাসুর বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর আগে তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান আদি পরাশক্তি। তিনি তাকে তার পাপ থেকে ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। বানাসুরকে হত্যা করার পর, কুমারী পার্বতীর আসল রূপ ধারণ করেন এবং তার স্বামী শিবের সাথে পুনরায় মিলিত হন।ভগবতী কুমারী আম্মান মন্দিরে কুমারী তার ঐশ্বরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছিলেন। বৈষ্ণব সাধক বদিরাজা তীর্থ তাঁর তীর্থ প্রবন্ধে বলেছেন যে কন্যাকুমারী হলেন দেবী লক্ষ্মী যিনি শিবের ভক্ত রাক্ষস বানাসুরকে বধ করতে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন।
তিনি চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাদ্য কণাগুলিকে কন্যাকুমারীর রঙিন বালির উত্স বলে বলা হয়।
অক্ষমলা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গিতে সভাপতির ছবি দেখা যাচ্ছে।তার পাদদেশে একটি সিংহের মূর্তি রয়েছে যা নির্দেশ করে যে সে আদি পরাশক্তির রূপ।মন্দিরে একটি চার স্তম্ভের হল রয়েছে, যার প্রত্যেকটি বীণা , মৃদঙ্গম , বাঁশি এবং জলতরঙ্গ ধ্বনি দেয়।
এই মন্দিরের ইতিহাস প্রায় 3000 বছরেও বেশি পুরনো এবং এটি পান্ড্য রাজবংশ দ্বারা নির্মিত বলে মনে করা হয়।
কন্যাকুমারী দেবীর নাসিকা কোনটি?
এই মূর্তির একটি বিশেষত্ব হল তার হীরার নাকের আংটি। কথিত আছে যে, দেবীর ঝলমলে হীরার নাকের আংটি সমুদ্র থেকেও দেখা যায়। মন্দিরের কিংবদন্তি অনুসারে, নাকের আংটিটি একটি কিং কোবরা থেকে পাওয়া গিয়েছিল এবং এর আলো এত উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল ।
মূর্তির একটি নাক-আংটি রয়েছে যা দেবতাকে "মুকুঠি আম্মান" (নাকের আংটিযুক্ত দেবী) নাম দেয়। মূর্তির নাকের আংটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে, কারণ নাকের আংটিতে পাথরটি হীরা দিয়ে তৈরি। একবার, নাকের আংটিতে হীরাটি এত উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল, এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি জাহাজকে আকর্ষণ করেছিল, জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে, মন্দিরটিকে একটি বাতিঘর ভেবে ভুল করেছিল। ব্রিটিশরা, পূর্ব দরজা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে এবং নাকের আংটি চুরি করে।ব্রিটিশরা রানী ভিক্টোরিয়াকে এটি দেওয়ার জন্য লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল (কোহ-ই-নূর হীরার অনুরূপ ভাগ্য), কিন্তু পথে, একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। নোজ-রিং তার ওজন বাড়াতে শুরু করে যা ধীরে ধীরে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়, জাহাজে থাকা সকলকে হত্যা করে। নাকের আংটিটি স্থানীয়রা খুঁজে পান এবং মন্দিরে ফিরে আসেন।

এই কারণে মন্দিরের পূর্ব দিকের দরজা বছরের নির্দিষ্ট দিনেই খোলা হয়।
পূজা:----
ভগবতী কুমারী আম্মান মন্দিরটি 51টি শক্তিপীঠের মধ্যে একটি। এটি বিশ্বাস করা হয় যে সতীর মৃতদেহের পিছনের মেরুদণ্ডের অংশটি এখানে পড়েছিল যা এই অঞ্চলে কুণ্ডলিনী শক্তির উপস্থিতি তৈরি করেছিল।
পশ্চিম দরজা দিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করা হয়। পূর্ব দিকের দরজাটি শুধুমাত্র বছরের নির্দিষ্ট দিনে খোলা হয়, যেমন মাসের অমাবস্যার দিনে, আদিজুলাই, নবরাত্রির সময় এবং কার্তিকাই মাসে।আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কুমারীর মন্দিরে বালম্বিকা, শিশু দেবী হিসাবে কল্পনা করা হয়।দেবী কাত্যায়নী হিসাবে বিবেচিত হন, এখানে নবদুর্গার অন্যতম। ভক্তরা তাকে ভদ্রকালী হিসাবেও পূজা করে।
দেবী কন্যা কুমারী কুমারীত্ব এবং তপস্যার দেবী। এটি একটি প্রথা যে পুরানো সময়ে লোকেরা এখান থেকে সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করতে বেছে নেয়। মন্দিরের আচারগুলি শঙ্করাচার্যের গ্রন্থ অনুসারে সংগঠিত এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরের অন্যান্য আকর্ষণগুলি হল পাঠলা গঙ্গা তীর্থম, কালভৈরব মন্দির। কালভৈরব হল ভগবান শিবের এক হিংস্র রূপ যিনি সবকিছুকে ধ্বংস করেন, অর্থাৎকাল বা সময় নিজেই। 51টি শক্তিপীঠের প্রতিটিতে মন্দিরের মধ্যে একটি কালভৈরব মন্দির রয়েছে যা মন্দিরকে সুরক্ষিত রাখে। কন্যাকুমারী মন্দিরে কালভৈরবের নাম 'নিমিষ' এবং শক্তি ' সর্বণী ' এবং শুচিন্দ্রামের শক্তিপীঠে কালভৈরবের নাম 'সম্হার' এবং শক্তি 'নারায়ণী'। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় 51টি শক্তিপীঠের মধ্যে এই দুটি শক্তিপীঠ । এছাড়াও বিজয়সুন্দরী এবং বালাসুন্দরীর মন্দির রয়েছে, দেবীর যৌবন রূপে তার বন্ধু এবং খেলার সাথী।
নবরাত্রি মণ্ডপম হল এমন একটি হল যেখানে ভক্তরা দেবীর প্রতি উৎসর্গ হিসাবে সঙ্গীতে তাদের শৈল্পিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে, শ্রী পাদা পাড়া হল কুমারীর পায়ের আকৃতির একটি শিলা।
দেবী কন্যাকুমারীর গায়ত্রী হলেন: "কাত্যায়নয়া বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গীঃ প্রচোদয়ত"
ভক্তরা লাল শাড়ি এবং ঘি বাতির প্রদীপ দেবীকে নিবেদন করেন।মন্দিরের কাছে যাওয়ার এবং প্রদক্ষিণ করার সময় ললিতা সহস্রনাম পাঠ করা শুভ বলে মনে করা হয়। কন্যাকুমারী স্থানটি, অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত দ্বারা পবিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে কারণ এটি তিনটি সমুদ্রের সঙ্গম।কন্যাকুমারী সৈকতে পিতৃ তর্পণ এবং সমুদ্রে স্নান করাকে পবিত্র বলে মনে করা হয় কারণ এটি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থের মিলন ।কন্যাকুমারীর আশেপাশে সাগরে মন্দিরের সাথে মোট 11টি তার্থম যুক্ত রয়েছে।
মন্দিরের উৎসব:-----
1. চিত্রি পূর্ণিমা উৎসব: মে মাসে পূর্ণিমা তিথিতে
2. নবরাত্রি উৎসব : 9 দিনের উৎসব (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)।সঙ্গীত শিল্পীরা নবরাত্রি মণ্ডপে পারফর্ম করে দেবীকে তাদের শৈল্পিক দক্ষতা দেওয়ার সুযোগ পান।
3. বৈশাখ উৎসব: মে-জুন মাসে 10 দিনের উৎসব মে-জুন মাসে একটি থিনি এঝুনেল্লাথু দ্বারা সমাপ্ত হয়।এই উৎসবের সময় সকাল এবং সন্ধ্যা উভয় সময়ে দেবীকে শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হবে, আরাতুর সময় পূর্ব দরজা খুলে দেওয়া হয়।নবম দিনে, থনি ইজুনেল্লাথু হয়।নৌকায় করে পশ্চিম দিকের জলে প্রদক্ষিণ

করা হবে দেবীকে।
4. কালভম উত্সব: প্রতিমাটি চন্দন পেস্টে গন্ধযুক্ত করা হয়. কার্কিডাক বা আদি মাসের শেষ শুক্রবার, জুলাই-আগস্ট মাসে।
পূজা ও পূজার সময়সূচী:--
সকাল 06:00 টা থেকে 11:00 টা এবং বিকাল 04:00 টা থেকে 08:00 টা পর্যন্ত মন্দির দর্শনের জন্য খোলা থাকে।
প্রশাসন: --মন্দিরটি তামিলনাড়ু সরকারের হিন্দু ধর্মীয় ও দাতব্য এনডাউমেন্ট বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে।
এটি এখন বিবেকানন্দ পারা নামে বিখ্যাত, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ প্যাসিভ হওয়ার স্বাভাবিক অনুশীলনের পরিবর্তে সক্রিয় সন্ন্যাসী হিসাবে তার জীবন উৎসর্গ করার জন্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন।
গুরু শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের নির্দেশে অনুসারে, স্বামী বিবেকানন্দ 1892 সালের ডিসেম্বর মাসে দেবীর আশীর্বাদ পেতে এখানে এসেছিলেন। এই স্থানেই তিনি সাধারণ সন্ন্যাসীদের মতো নিষ্ক্রিয় না হয়ে মিশনারি কাজকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়াও স্বামী ব্রহ্মানন্দ (1863-1922) এবং স্বামী নির্মলানন্দ (1863-1938), শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অপর দুই শিষ্য, দেবী কন্যাকুমারীর পূজা করেছিলেন।প্রকৃতপক্ষে, স্বামী নির্মলানন্দ 1935-1936 সময়কালে কেরালার অনেক অঞ্চল থেকে বেশ কয়েকটি ছোট মেয়েকে এখানে দেবীর পূজা করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। পরে সাতটি মেয়ে "সারদা আশ্রম"-এর সন্ন্যাসীদের প্রথম ব্যাচের সদস্য হয়ে ওঠে, একটি হিন্দু নানারী যা পরে 1948 সালে স্বামী বিষিদানন্দের দ্বারা কেরালার ওটাপালম, পালাক্কাদে শুরু হয়েছিল।
কন্যাকুমারী কেন বিখ্যাত?
এটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম প্রান্ত। কন্যাকুমারী তার সুন্দর সৈকত, অনন্য বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল এবং অত্যাশ্চর্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্যের জন্য জনপ্রিয়। এটি হিন্দুদের জন্য একটি প্রধান তীর্থস্থানও।